COMPILED AND CIRCULATED BY PROF. TAPAS RANA, DEPARTMENT OF SANSKRIT, NARAJOLE RAJ COLLEGE

: দশরূপক :

* **পঞ্চ কার্যাবস্থা :**

4) **নিয়তাপ্তি** : নাট্যাবস্থার চতুর্থ অবস্থা নিয়তাপ্তি, 'প্রাপ্ত্যাশা' নামক তৃতীয় অবস্থায় ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দিলেও পুনরায় বিঘ্ন এবং অবস্থানসঙ্কট উপস্থিত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থা দূরীভূত এবং বিঘ্ন অপসারিত হয়, প্রতিবন্ধকতা দূর হলে ফলপ্রাপ্তি নিঃসন্দিগ্ধ ও নিশ্চিত হয়, এভাবে দৃশ্যকাব্যে এই যে পুনঃপুনঃ বিঘ্ন সমাগম, সেই বিঘ্নের অপসারণ এবং ফলাগমে নিশ্চিন্ততার অবস্থা, এটিই নিয়তাপ্তি নামক চতুর্থ কার্যাবস্থা।

নাট্যশাস্ত্রে নিয়তাপ্তির লক্ষণ করা হয়েছে —

"নিয়তাং চ ফলপ্রাপ্তিং যদা ভাবেন পশ্যতি।
নিয়তাং তাং ফলপ্রাপ্তিং সগুণাং পরিচক্ষতে ॥"

দশরূপককার ধনঞ্জয়ের মতে নিয়তাপ্তির লক্ষণ হলো —

"অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তির্নিয়তাপ্তিঃ সুনিশ্চিতা।"

অর্থাৎ বাধার অভাবে ফলপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হলে নিয়তাপ্তি হয়।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ নিয়তাপ্তির লক্ষণে ধনঞ্জয়ের কথাই পুনরাবৃত্তি করেছেন।

* **নিয়তাপ্তির উদাহরণ** : রত্নাবলী দৃশ্যকাব্যের তৃতীয় অঙ্কে সংকেতস্থানে অবগুণ্ঠনবতী বাসবদত্তার কাছে রাজা ধরা পড়লেন, ফাঁস হয়ে গেল সাগরিকার সঙ্গে উদয়নের প্রণয়ের কথা, তখন মর্মাহত বিদূষক বলছেন - এখন সাগরিকার বেঁচে থাকাই দুষ্কর। তিনি রাজার কাছে পরবর্তী করণীয় জিজ্ঞাসা করায় রাজা উদয়ন বলেছেন — "বয়স্য! দেবী বাসবদত্তার অনুগ্রহ ছাড়া আর উপায়ান্তর দেখছি না।" এখানে এটাই সূচিত হচ্ছে যে, দেবী প্রসন্ন হলে সমস্ত বিঘ্ন দূর হয়ে নিশ্চিত ফললাভ ঘটবে, এটাই চতুর্থ অবস্থা এবং এর নাম নিয়তাপ্তি।

* **ফলাগম** : নাটকীয় ক্রিয়ার পঞ্চম এবং সর্বশেষ অবস্থার নাম ফলযোগ, ফলাগম বা ফলপ্রাপ্তি। পূর্বের চারটি নাট্যাবস্থার মাধ্যমে সমস্ত নাটকীয় প্রয়াস নির্বিঘ্নে পরিণামের পথে অগ্রসর হয়, এভাবে আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ হয়, এই স্তরে নায়কের সমস্ত প্রচেষ্টা ঈপ্সিত ফলের দ্বারা অন্বিত হয়, সর্বশেষ প্রতিবন্ধকতা কোন না কোনভাবে দূরীভূত হয়। ধনঞ্জয় তাঁর দশরূপকে ফলাগমের সংজ্ঞা নির্দেশ

করেছেন — "সমগ্রফলসম্পত্তিঃ ফলযোগো যথোদিতঃ". অর্থাৎ সমগ্র ফলসম্প্রাপ্তি লাভকে বলা হয় ফলযোগ বা ফলাগম.

নাট্যশাস্ত্রে ফলযোগ নামক পঞ্চম নাট্যাবস্থার স্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে —

অভিপ্রেতং সমগ্রং চ প্রতিরূপং ক্রিয়াফলম্ ।
ইতিবৃত্তে ভবেদ্ যস্মিন্ ফলযোগঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

নাট্যলক্ষণরত্নকোষে এবং সাহিত্যদর্পণেও একইভাবে এই নাট্যাবস্থার লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে.

ফলাগমের উদাহরণ যেমন - রত্নাবলীর চতুর্থ অঙ্কের শেষে, অমাত্য বসুভূতির আগমনে প্রকাশিত হলো যে সাগরিকাই হলেন সিংহলরাজকন্যা রত্নাবলী। অতঃপর মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের উপস্থিতিতে বাসবদত্তা নিজের অলংকারে রত্নাবলীকে অলংকৃত করে তাঁকে রাজার হাতে সম্প্রদান করলেন, ইতিমধ্যে অপরমন্ত্রী রুমণ্বানের বীরত্বে (কোশলরাজ্য) অধিকৃত হয়েছে, রাজা উদয়ন সার্বভৌম রাজপদ লাভ করলেন এবং লাভ করলেন ঈপ্সিতা রাজকন্যা রত্নাবলীকে, সমস্ত নাটকীয় প্রযত্ন এভাবে আকাঙ্ক্ষিত ফলের দ্বারা যুক্ত হওয়ায় এটি ফলাগমের দৃষ্টান্ত।

নাট্যসন্ধি

পাঁচটি অর্থপ্রকৃতি পাঁচটি কার্যাবস্থার সাথে যুক্ত হলে যথাক্রমে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ বা অবমর্শ এবং নির্বহণ বা উপসংহৃতি নামক পাঁচটি সন্ধির উদ্ভব হয়. দশরূপকারের অভিমত হল – নাটকের যে অংশে 'বীজ' উপ্ত হয় এবং যা 'আরম্ভ' নামক কার্যাবস্থা যুক্ত সেটাই মুখসন্ধি। এভাবে বিন্দুর সঙ্গে প্রযত্নের সংযোগে প্রতিমুখ সন্ধি, পতাকার সঙ্গে প্রাপ্ত্যাশার যোগে গর্ভসন্ধি, প্রকরীর সঙ্গে নিয়তাপ্তির যোগে বিমর্ষ বা অবমর্শ সন্ধি এবং কার্যের সঙ্গে ফলযোগের সংযোগে নির্বহণ বা উপসংহৃতি নামক সন্ধির উদ্ভব হয়। দশরূপককার ধনঞ্জয় সন্ধির লক্ষণ করেছেন —

অন্তরৈকার্থসম্বন্ধঃ সন্ধিরেকান্বয়ে সতি ।
মুখপ্রতিমুখে গর্ভ সাবমর্শোপসংহৃতিঃ ॥

অর্থাৎ একটি মৌলিক প্রয়োজনের বিদ্যমানতায় বা একটি

2

মৌলিক প্রয়োজনের সঙ্গে অন্বিত কথাংশসমূহের অবান্তর অপর একটি প্রয়োজনরূপ সম্বন্ধকে সন্ধি বলে। পাঁচটি সন্ধি যথাক্রমে মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ বা অবমর্শ এবং উপসংহৃতি বা নির্বহন। এই সম্বন্ধ একদিকে যেমন সন্ধির সঙ্গে সন্ধিফলের, অপরদিকে তেমনি সন্ধিফলের সঙ্গে মুখ্যফলের যোগ, মুখ্যফলের লাভের জন্য যে নাটকীয় ক্রিয়া, তারই এক একটি ধাপ বা স্তর হল সন্ধি। নাট্যবস্তু নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্রমশঃ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়, এই অগ্রসর হওয়ার কতকগুলি ধাপ বা স্তর আছে। এরূপ এক একটি ধাপ বা স্তরই হল সন্ধি। নাট্যশাস্ত্রে সন্ধির সামান্য লক্ষণ করা হয় নি। সাহিত্যদর্পণকার সন্ধির লক্ষণ হুবহু দশরূপকের সন্ধিলক্ষণকেই উদ্ধৃত করেছেন। নাট্যশাস্ত্রে অবমর্শ কে বিমর্ষ নামে এবং উপসংহৃতিকে নির্বহন নামে আখ্যাত করা হয়েছে। অবমর্শ বা উপসংহৃতির পারিভাষিক শব্দ যাই হোক না কেন, স্বরূপগত দিক দিয়ে কোন ভেদ নেই। উল্লেখের ক্রম অনুসারে নিম্নে পাঁচটি সন্ধি নিয়ে আলোচনা করা হল —

ক) **মুখসন্ধি** : মুখসন্ধিতে মুখ কথার অর্থ আরম্ভ। নাটকের যে অংশে বীজ উপন্যস্ত হয় এবং সেই বীজ নানা প্রয়োজন এবং রসের কারণ হয়ে থাকে, যে অংশটি প্রারম্ভ নামক কার্যাবস্থাযুক্ত, তাকেই বলা হয় মুখসন্ধি। বস্তুতঃ এই অংশে নাট্যকার বীজের উপন্যাস এবং বিভিন্ন বিষয়ে ও ভাবের অবতারণা করেন। কিছু মুখ্য নাটকীয় চরিত্র নাট্যের এই অংশে উপস্থাপিত হয়ে নাট্যের মূল অভিপ্রায়কে সম্মুখে চালিত করে। মুখসন্ধির লক্ষণ নাট্যশাস্ত্রে এভাবে নিরূপিত হয়েছে —

যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।
কাব্যে শরীরানুগতা তন্মুখং পরিকীর্তিতম্ ॥

দশরূপকে ধনঞ্জয় মুখসন্ধির লক্ষণ করেছেন —

মুখং বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা
অঙ্গানি দ্বাদশৈতস্য বীজারম্ভসমন্বয়াৎ ॥

অর্থাৎ যেখানে অনেক অর্থ ও রসসমন্বিত বীজের উৎপত্তি হয় তাকে মুখসন্ধি বলে।

সাহিত্যদর্পণেও প্রায় একইভাবে মুখসন্ধির লক্ষণ নির্দিষ্ট হয়েছে — যত্র বীজসমুৎপত্তির্নানার্থরসসম্ভবা।

3

প্রারম্ভেন সমাযুক্তা তন্মুখং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥

মুখসন্ধির উদাহরনরূপে রত্নাবলী নাটিকার প্রথম অঙ্কের কথা বলা যায়. সেখানে সাগরিকার রাজদর্শনে অমাত্যের দ্বারা প্রারম্ভকে বিষয় করে এখানে বীজ উপ্ত হয়েছে. অংশটি 'নানার্থরসসম্ভবা', এখানে অমাত্যের বীররস, বৎসরাজ উদয়নের শৃঙ্গার এবং অদ্ভুত রস সন্নিবিষ্ট হয়েছে. নাটিকার এই অংশে উদয়ন, সাগরিকা, বাসবদত্তা প্রভৃতি মুখ্যচরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, অনুরূপভাবে বিক্রমোর্বশীয়ম্ নাটকের প্রথম অঙ্ককে মুখসন্ধির উদাহরন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়. কারন এক্ষেত্রেও পুরুরবা-উর্বশীর প্রনয় বীজাকারে উপস্থাপিত হয়েছে।

4